‘কবিতা বিকেলের’ জন্য অকুণ্ঠ করতালি

আজাদ আলম

একটু দেরী করে ফেললাম কবিতা বিকেল এর পঞ্চম জন্মদিন নিয়ে মনের আবেগ এবং সত্যটা প্রকাশের এই লেখাটা পাঠাতে। নন্দিত কাব্য-গাথা নিয়ে যখন লেখা তখন তা চিরদিনই নতুন ।

কবিরা আমাদের জীবন কে নিয়ে কবিতা লিখেন। আবৃত্তিকারগণ সেই কবিতা শ্রোতামন্ডলির সামনে তুলে ধরেন আপন আপন গলার মাধুরী মিশিয়ে। সিডনির আবৃতি চক্র “কবিতা বিকেল” কবিতার জীবনকে নিয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য মালা গাঁথলেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সেদিন কবিতা সন্ধ্যার প্রত্যেক ভাঁজে ভাঁজে, প্রায় সবাই যে মুনশিয়ানার পরিচয় দিলেন তা মনে রাখার মত।

গত ৭ ই জুলাই ছিল ‘কবিতা বিকেল’ নামের সংগঠনটির ৫ম জন্মবার্ষিকী। এদের গতবারের অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ হয়েছিল । প্রচণ্ড ভাল লেগেছিল তাদের পরিবেশনা। ভালোলাগা থেকে ভালবেসে ফেলেছি তাদের নান্দনিক এই প্রয়াস। এবারের পরিবেশনা তাই হাতছাড়া করার মোটেও ইচ্ছা ছিল না। প্যারামাটা আমার জন্য একটু দুরের পথ। সচরাচর যাই না ওদিকটায়। হাতে সময় নিয়ে বের হলাম ট্রাফিককে বুড়ো আঙ্গুল দেখাব বলে। তেমন ট্রাফিক না থাকাতে বেশ আগেভাগেই পৌঁছে গেলাম প্যারামাটা টাউন হলে। কনকনে শীতের সন্ধ্যা, এর মধ্যে অনেকেই আসনে সুন সান বসে আছেন। অপেক্ষা কখন আসবে কবিতা পড়ার প্রহর। শুধু কবিতা শোনার জন্য শনিবারের শীতের রাতে এসেছেন যারা তারা অবশ্যই কবিতাকে ভালবেসে নানা আঙ্গিকে দেখতে এসেছেন। সিডনীর চঞ্চল বুকে এমন মানসিকতার মানুষদেরকে একসাথে জড়ো করতে পারাটা কবিতা বিকেলের বিরাট সার্থকতা বলে মনে করি।সেই জড়োটা ঘরে নয় বাইরের বিরাট আঙ্গিনায়।কবিতা শোনার জন্য কবিতা প্রেমিকদের মন ও মননশীলতা তৈরির এই অব্যাহত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

এসে দেখি অনেকেই চা পান করছেন কবিতা বিকেলের সৌজন্যে। আমিও এক কাপ গরম চা নিয়ে বসে পরলাম যথারীতি পিছনের সাড়িতে। ৭ টায় প্রোগ্রাম শুরু হল ৫টা প্রদীপ জ্বালিয়ে। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল “কবিতার জীবন”। আমার মনে হল কবিতার জীবনের শুরুটা বরণ করে নেয়া হল জন্মদিনের বাতি জ্বালিয়ে। অনুষ্ঠানের প্রথম কবিতা চয়ন যথার্থ হয়েছে। কবি জীবনানন্দ দাশের “তুমি আলো হতে আলোকের পথে চলেছ কোথায় যেন---- সত্যি মনে করিয়ে দিল বাংলা কবিতার সীমানা বিহীন বিশালতার কথা। প্রায় ১১০০ বছর আগে আবির্ভূত বাংলা কবিতা তিলে তিলে যে সাজে আজ সেজেছে, তিলোত্তমাকে হার মানিয়ে অজানা সুন্দরের পাখায় ভর করে কোথায় পৌঁছবে যাবে তা ভবিতব্যই জানে। ভালবেসেই কবিরা কবিতা লিখেন। ভালবাসার মধ্যেই লুকানো থাকে দেশকে, দেশের মাটিকে ভালবাসার অনুরাগ। সপ্তদশ শতাব্দির কবি আব্দুল হাকিমের কবিতা লাইন, যে সব বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি। বাংলা ভাষাকে ভালবাসার চূড়ান্ত রূপ বলে মনে করি। ‘কবিতা বিকেলে’র বাংলা কবিতার জন্য অফুরন্ত ভালবাসা ফুটে উঠেছে তাদের এই পরিচ্ছন্ন

নিবেদনে। পালাক্রমে মঞ্চের অনুষদেরা চর্যাপদ থেকে শুরু করে আবৃতি করলেন হাল আমলের কবিদের কবিতা "সেই মেয়েটি"। শুভ দাশগুপ্তের অনিন্দ্য সুন্দর এই কবিতাটির সাবলীল আবৃতি ভাল লেগেছে।

বিষয়ের গ্রন্থনা ছিল চমৎকার। কখনো একক, কখনোবা দ্বৈত কণ্ঠে বা সমস্বরে কবিতা পরিবেশন করতে কবিতা বিকেল বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন শ্রোতা দর্শকদের কাছে। "এইট

নোটসের" কবিতার আদলে গান এবং নাচ সেই মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে একঘেয়েমির বদনাম থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে। হলের সাউন্ড সিস্টেম আর আলোক সম্পাত বেশ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তারপরেও তারা নিজেদের সাবলীল পরিবেশনা দিয়ে উতরে গেছেন। আমার মনে হচ্ছিল এই অনুষ্ঠান যদি অন্য কোন হলে হত, যেখানে শব্দ এবং আলোর প্রেক্ষাপন সমস্যা নাই, তাহলে তাঁদের এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরো ফসলটাই প্রকাশ পেত। ছোটদের অগোছালো চলাফেরা, চেঁচামেচি কিছুটা হলেও দর্শকদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অনুষ্ঠানের শেষ কবিতাটি চয়নের ক্ষেত্রে আর একটু সচেতন হলে আমার মনে হয় ভাল হতো। রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর, "বাতাসে লাশের গন্ধ" এই কবিতাটি মধ্যবর্তী সময়ে পরিবেশন করলে মানাতো ভাল। শেষটার রেশটা দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার জন্য দরকার ছিল William Wordsworth এর ড্যাফোডিলস কবিতার মত কোন পঙক্তিমালা। "I wondered as a lonely cloud, that floats on o'er vales and hills". দর্শকদেরকে মোহাবিষ্ট করে স্বপ্নের ভাসমান ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত দূরে বহুদূরে। হয়তবা কেউ বলে উঠত,অস্ফুট ওম শান্তি, ওম শান্তি।

পাঁচ বছর আগে কতিপয় কবিতা-মোদীর তৈরি আসর এখন আবৃত্তিকার, কবি এবং গায়কদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। এনারা ঘরোয়া পরিবেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন বছরে একবার। বাইরের কবিতা প্রেমী বন্ধুদের আনন্দ দিতে। এর বিনিময়ে কোন অর্থকরী না, আশা করেন আশীর্বাদ এবং উৎসাহ চলার পথের পাথেয় হিসেবে। তাঁদের এই সাবলীল পরিচ্ছন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। সামনে এগিয়ে যাক 'কবিতা বিকেল' অপ্রতিরোধ্য গতিতে। এই কামনায়, অপেক্ষায় থাকলাম পরবর্তী জন্মদিনের জন্য।